তারিখ ... 18 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

সংবাদ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ূন কবির: অনন্য এক প্রতিভা

প্রফেসর এম শামসুর রহমান

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী নওগাঁ কে ডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে (স্থাপিত ১৮৮৪ খ্রি.) প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একটানা দশ বছর অধ্যয়ন করেছি। বাড়ি নওগাঁ শহরেই শ্রী শশধর কুন্ডু নামে এক বিদ্যালয়ে একজন প্রবীণ সহ-প্রধান শিক্ষক ছিলেন সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের প্রায় শেষ অবধি। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একশ বছরেরও আগে গণিতে এমএসসি পাস করেন। সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কুন্ডু স্যার আমাদের গণিত পড়াতেন। পড়াতেন খুবই যত্নসহকারে। একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হিসেবে তার সুনাম ছিল। পরীক্ষা হলে ছাত্রদের আসন বিন্যাস ও তাদের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকতেন তিনি। মাঝে-মধ্যে তার শিক্ষকতা জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বলতেন। প্রয়াত শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের একটি কথা আজো আমার মন আলোড়িত করে।

শিক্ষক মহাশয় আমাদের কাছে কুড়ির দশকের প্রথমভাগের একটি অভিজ্ঞতার আলোকপাত করছেন। স্কুল বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি/অনুপস্থিতির নিশ্চিতকরণের পরীক্ষাহলে তিনি গেলেন যথারীতি পরীক্ষা শুরুর দেড়-দুই ঘন্টার মাথায়। একদিন পরীক্ষা হলে দেখলেন সিটে তার প্রিয় ছাত্র 'হুমায়ূন' নেই। 'কী ব্যাপার, হুমায়ূন আজ পরীক্ষা দিতে আসেনি'? কুন্ডু স্যারের এই বিস্ময়মিশ্রিত প্রশ্ন ছিল হল পরিদর্শকের কাছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রত্যুত্তর, 'স্যার এই তো কিছুক্ষণ হলো খাতা জমা দিয়ে হুমায়ূন চলে গেছে'। শ্রী কুন্ডু এতে উৎকণ্ঠিত হলেন। হুমায়ূনের প্রায় সব পরীক্ষায় নির্ধারিত সময়ের অর্ধেক পেরিয়ে যাওয়ার কিছু পরে খাতা জমা দিয়েই হল থেকে প্রস্থানের খবরের প্রতি স্যারের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। কে সেই হুমায়ূন, তিন ঘন্টার পরীক্ষা মাত্র দেড়-দুই ঘন্টায় শেষ করে পরীক্ষা হল থেকে বেরিয়ে যেতেন? সর্বোচ্চ ও ভালো নম্বরও পেতেন। একজন নবীন শিক্ষার্থীর পক্ষে এতো অল্প সময়ে পূর্ণ নম্বরে উত্তর দেয়া এক বিরল দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

কালক্রমে কুন্ডু স্যারের 'হুমায়ূন' হলেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী স্বনাম খ্যাত হুমায়ূন কবির। ১৯২২-এ নওগাঁ কে ডি স্কুল থেকে খুবই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নওগাঁয় পিতা কবির উদ্দিন আহমদের সরকারি চাকরি সূত্রে হুমায়ূন কবির তখন ওই স্কুলে উচ্চতর শ্রেণী থেকে পড়াশোনা করতেন।

হুমায়ূন কবির এর প্রকৃত নাম হুমায়ূন জহির উদ্দিন-ই-কবির। তার আদি নিবাস ফরিদপুর। জন্ম ১৯০৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরে। মৃত্যু ১৯৬৯ এর ১৮ আগস্ট কোলকাতায়। আজ প্রফেসর কবিরের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী।

স্কুল পরবর্তীকালে তিনি কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই কলেজ থেকে ইংরেজিতে লেটার মার্কসসহ আইএ পরীক্ষায় হুমায়ূন কবির তৃতীয় স্থান লাভ করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স ও মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। সেই সময়ের অত্যন্ত মেধাবী

সহপাঠিনী শান্তি দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯২৮ সালে বৃত্তি নিয়ে হুমায়ূন কবির বিলেত যান এবং অক্সফোর্ডের Exeter কলেজে ভর্তি হন। Modern Greats তথা দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি নিয়ে অনার্স পড়াশোনা করেন। ১৯৩১-এ অনার্স পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভের গৌরব অর্জন করেন। অক্সফোর্ড ছাত্রাবস্থায় ইউনিয়নের সম্পাদক ও সহসভাপতি নির্বাচিত হন। বক্তৃতা-বিবৃতিতেও হুমায়ূন কবির ছিলেন পারঙ্গম। তিনি অক্সফোর্ডে আইনস্টাইন ওরাসেলের উপর হারবার্ট স্পেনসর বক্তৃতামালায় অংশ নেন। তিনিই প্রথম এশীয় যিনি এই সম্মানে ভূষিত হন। ভারতের অন্ধ্র ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যারয়ে তিনি দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। প্রফেসর কবির কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের একান্ত সচিব ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ছিলেন (১৯৪৬)। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি (১৯৫০) এবং ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও উপদেষ্টা পদে (১৯৫২-৫৬) অধিষ্ঠিত থাকেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হুমায়ুন কবিরকে State Minister for Civil Aviation হিসেবে নিয়োগদান করেন। ১৯৫৮-তে মৌলানা আজাদের মৃত্যুর পর প্রফেসর কবিরকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি ছিলেন বিজ্ঞান গবেষণা ও সংস্কৃতি এবং পেট্রোলিয়াম ও কেমিক্যালস মন্ত্রী। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে একত্রে 'কৃষকপ্রজা পার্টি' গঠন করেন এবং পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ (১৯৩৭-৪৭) কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৫৭-তে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর কাগমারী সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে তার ভাষণ ছিল প্রণিধানযোগ্য।

চিন্তাশীল লেখক, শিক্ষাবিদ ও কবি হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় দর্শন, সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজবিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয়ে লেখালেখিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ১৯২০ সালে তিনি স্কুল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৯২৬) এবং অক্সফোর্ডে অধ্যয়নকালেও তার উপর ম্যাগাজিনের সম্পাদনার দায়িত্বভার অর্পিত হয়। বিলেত থেকে ১৯৩২-এ দেশে ফিরে এসে হুমায়ূন কবির 'বারোমাসী' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হলেন। বাংলা সাময়িকীর প্রকাশনায় উচ্চমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'চতুরঙ্গ' সম্পাদনায় (১৯৩৯-৬৯) গুরুদায়িত্বও পালন করেন তিনি। স্বপ্নসাধ (১৯২৭), সাথী (১৯৩০), অষ্টাদশী (১৯৩৮) তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব (১৯৪২), বাংলার কাব্য (১৯৪৫), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪৫), মার্কসবাদ (১৯৫১), নয়া ভারতের শিক্ষা (১৯৫৫), শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (১৯৫৭) তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি আলীগড়, অন্নমালাই, বিশ্বভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরস্কারের গৌরব অর্জন করেন।

প্রফেসর হুমায়ুন কবিরের পৈত্রিক বাড়ি 'কবিরবাগ' ফরিদপুরের আলিপুরে। সবুজ বৃক্ষরাজি বেষ্টিত মনোরম পরিবেশের এ ভিটেমাটি দর্শনার্থীর দৃষ্টি কাড়ে। সেখানে শ্বেতপাথরে খোদিত প্রফেসর কবিরের সনেট স্মরণ করিয়ে দেয় এই উপমহাদেশের অনন্য সাধারণ এক প্রতিভার কথা। স্বাধীনতা উত্তরকালে কবিরাবাগের অনেকটা অংশজুড়ে স্থাপিত হয়েছে হুমায়ুন কবিরের মাতা-পিতার নামে 'সাজেদা-কবিরউদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ'।

প্রথম দিকের কথায় এখন ফিরে এসে বলি- আজ কুণ্ডু স্যার নেই। শ্রদ্ধাস্পদ হুমায়ুন কবির নেই। কিন্তু পরম করুণাময়ের অসীম করুণায় আমরা আছি। কে ডি স্কুল আছে। তাই তো পিতৃসম প্রফেসর কবির তথা স্কুলের প্রায় শতবর্ষ পূর্বের একজন প্রাক্তন ছাত্রকে তার ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আরেক প্রাক্তন ছাত্র-হিসেবে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি। নিবেদন করছি তার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, লেখক ও দার্শনিকের কথা আটপৌরে জীবনের কঠোর সংগ্রামে প্রায়ই ভুলে গেলেও দেড় ঘন্টায় এই আলোকিত শিক্ষাশিল্পীর পরীক্ষা সমাপণের নৈপুণ্যের কথা যে ভুলতে পারছি না।

১০ আগস্ট, ২০১৬

[লেখক: ফেলো, ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন ফাউন্ডেশন ও সাবেক ডিন, গণিত ও পদার্থ বিষয়ক অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়]